R N No. 2532/57

Regd. No. WB MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা।

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৭ই অকটোবর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

আইনজীবীকে প্রহারের দায়ে দারোগা অভিযুক্ত, সমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আদালতের আইনজীবী আবদুল হাই মোল্লাকে প্রহারের দায়ে সাগরদীঘি থানার বড় দারোগা ফনিভূষণ সরকার অভিযুক্ত হয়েছেন। ১২ অকটোবর তাঁর বিরুদ্ধে ৫০৬, ৩২৩, ৩৪২, ২১৯ ধারায় গালিগালাজ, মারধোর, মানহানি এবং কর্তব্যরত অবস্থায় জেনেশুনে অন্যায় কাজ করার অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কে ডি মুখারজি দারোগার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে আবদুল হাই মোল্লা জানিয়েছেন, সাগরদীঘি থানার ডিহিবরজ-টিকটিকিপাড়া গ্রামের লুৎফন বিবির স্বামী ১৬ সেপটেম্বর লালগোলা থেকে ছাগল বিক্রী করে ফেরার পথে পূর্ব আক্রোশবশতঃ ডুগরি সেতুর কাছে গ্রামের একদল লোকের হাতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর কাছ থেকে ২৮৩০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তিনি যাতে থানায় গিয়ে অভিযোগ না জানাতে পারেন তার জন্য তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আটকে রাখা হয়। লুৎফন বিবি আবদুল হাই মোল্লাকে এ কথা জানান এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহালয়ার দিন সকালে সাগরদীঘি থানায় উপস্থিত হন অভিযোগ জানাতে। বড় দারোগা কোন কথা না শুনেই আইনজীবীর উপর ক্ষিপ্ত হন, প্রহার করেন এবং তাঁকে হাজতে ঢুকিয়ে দেন। পরে জোর করে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ৫০০ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে ছেড়ে দেন। তাঁর অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর লইয়ারস্ বার এ্যাসোসিয়েশন এক জরুরী সভায় মিলিত হন। ১২ অকটোবর মামলা রুজু করা হয়। এ ব্যাপারে টেলিফোনে সাগরদীঘির বড় দারোগার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

‘দলবাজিতে প্রকৃত চাষী বঞ্চিত’

জঙ্গিপুর, ১৭ অকটোবর—সি পি এম পরিচালিত রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির দলবাজিতে প্রকৃত চাষী বীজ ও সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ অভিযোগ করে তেঘরি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আর এস পি দলের প্রভাত-কুমার সিংহ রায় জানিয়েছেন, প্রকৃত চাষীর মধ্যে বীজ ও সার বিতরণের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানরা সদস্যদের সহযোগিতায় তালিকা তৈরী করে অফিসে পাঠান। কিন্তু সেই তালিকা বাদ দিয়ে যেখানে যেখানে সি পি এম প্রধান নাই সে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দলের কর্মীদের বাদ দিয়ে তালিকা তৈরী করে তাঁরা নিজেদের সমর্থকদের মধ্যে সার বিতরণ করেন। তাঁদের অধিকাংশই প্রকৃত চাষী নন—বড় জোতদার যাঁদের নিজেদের কোন হালবলদ নাই। বামফ্রন্টের শরীক দল হওয়া সত্ত্বেও আর এস পি নিয়ন্ত্রিত সংযুক্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে অশেষ দুর্গতি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ অকটোবর—মাত্র একজন ক্যাশিয়ারকে দিয়ে মাসের পর মাস রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে গ্রাহকদের বিলের টাকা আদায় নেওয়ায় শহরের জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি পোহাতে হচ্ছে। সপ্তাহে তিনদিন তিন ঘণ্টা করে টাকা জমা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও একজন লোকের পক্ষে ভিড় সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রাহকদের দিনের পর দিন হয়রান হতে হয়। আর কয়েকদিনের মধ্যে জঙ্গিপুর শহরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের টাকাও এই অফিসে জমা নেওয়া হবে। তখন দুই শহরের চাপ সামলাতে হিমসিম খেতে হবে। এখানে টাকা জমা নেওয়ার জন্য আরো কয়েকজন লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে প্রতিদিনই টাকা জমা নেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা উচিত বলে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা মনে করেন। অফিসের দেওয়ালে আরো ক্যাশিয়ার নিয়োগের দাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিবঠাকুরের কোপ

সাগরদীঘি, ১৭ অকটোবর—বালিয়া গ্রামের আবদালপাড়ার আবদাল সম্প্রদায়ের লেচু বিবি ৯ অকটোবর রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সর্প দংশনে মারা যান। পরের দিন একই জায়গায় লেচু বিবির স্বামী পরীক্ষিৎ সেথ নিদ্রিত অবস্থায় সর্পদষ্ট হন। তাঁকে বাঁচাতে ওঝা-গুণীর ঝাড়ফুঁক যখন প্রায় ব্যর্থ হয়, এমন সময় পাশের বাড়ীর আয়েসা বিবির ভর ওঠে। তিনি নাকি ওই অবস্থায় বলতে থাকেন, ‘অবহেলা করে শিবের মাথায় পা দিয়ে সজনে শাক পাড়ার দোষে স্বামী-স্ত্রীকে সাপে কামড়েছে। যদি ভক্তিভরে শিবের পূজো দেয়, তবেই পরীক্ষিৎ বাঁচবে।’ শেষ পর্যান্ত পূজোর প্রতিশ্রুতি দিলে নাকি পরীক্ষিৎ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ খবর দিয়ে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ওই দৃশ্য দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রচুর লোক সমাবেশ ঘটে।

বিড়ি মুন্সী ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ অকটোবর—এক-জন বিড়ি মুন্সীকে পুনর্বহালের দাবিতে আজ স্থানীয় মলয় বিড়ি কোম্পানীতে মুনসী ধর্মঘট পালন করা হয়। সম্প্রতি ওই মুনসীকে ছাঁটাই করা হয় বলে জানা যায়।

তালপাতার শ্লেট

শ্লেটের অভাবে তালগাছের পাতার সাহায্যে লেখা অভ্যাস করছেন মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানা এলাকার দাসপাড়া বয়স্ক সাক্ষরতা কেন্দ্রের পড়ুয়ারা। পোড়া কাঠের কয়লার সঙ্গে কেঁশুরে নামক লতাগাছের রস মিশিয়ে কালি আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সহজেই তৈরী হল কলম। এই-ভাবেই শ্লেট পেনসিলের চাহিদা পূরণ করে নিলেন পড়ুয়ারা নিজেদের উদ্যোগেই। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি আগামী ১৯৮০ সালের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাস ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূজো বোনাস ও পে-স্কেল গঠনের দাবিতে ১৬ অকটোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসরকারী বাস ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ধর্মঘট এড়াবার জন্য ১৫ অকটোবর বাস মালিকদের সঙ্গে কর্মচারীদের বৈঠক বসে। কিন্তু সে বৈঠক ব্যর্থ হয়। মুষ্টিমেয় কয়েক-জন বাস মালিক শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ায় কয়েকটি বাস চলছে। তবে অধিকাংশ বাসই বন্ধ আছে।

গর্ভবতী স্ত্রী খুন, স্বামী ফেরার, শ্বশুর গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ অকটোবর—সামান্য একজোড়া সোনার দুলের জন্য এই থানার চড়কা গ্রামে স্বামীর হাতে গর্ভবতী স্ত্রী খুন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের ওই খবরে জানা গেছে, ১৩ অকটোবর হাসনাহারা বিবির কাকা জঙ্গিপুর সাহেববাজারের হাসিমুদ্দিন সেথ রঘুনাথগঞ্জ থানায় এই মর্মে ডায়রী করেন যে, তাঁর ভাইঝিকে পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল হাসনাহারার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৬।

নিরাপত্তা কোথায় ?

দিন যত যাইতেছে মানুষ বুঝি ততই নিরাপত্তাহীনতা বোধ করিতেছে। কোথাও নিরাপত্তা নাই। ঘরে ও ঘরের বাহিরে সেই অভাব আজ বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি ইহাই বলিতে হইবে—যে নিরাপত্তাহীনতার পিছনে রহিয়াছে সাম্প্রতিককালের মানুষের অপরাধ প্রবণতার উলঙ্গ উদ্যত আত্মপ্রকাশ? হয়ত তাহাই। দিনের পর দিন মানুষের এই অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়া চলিয়াছে। বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়াই ঘরে বাহিরে এত চুরি ডাকাতি—ছিনতাই, গুম খুন এমন আরও কত শত অপরাধ। পথে প্রান্তরে পথচারী মানুষের নিরাপত্তার অভাব জনজীবনে ক্রমাগত ভীতি ও সন্ত্রাসের কালো ছায়া বিস্তার করিতেছে। ঘরের বাহিরে মানুষ বাহির হইয়া গিয়া যতক্ষণ না ফিরিয়া আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মেঘ পরিবারের মানুষের মনের আকাশে জমিয়া থাকে। নির্জন প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া পথচারীর চরম একাকীত্বের সুযোগে তাহার জিনিসপত্রের খোয়া যাওয়া তথা প্রাণহানির সংশয়ের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বহুজনবাহী রেল গাড়ীর উপর বহুজন সমক্ষে ছিনতাই ডাকাতি এবং জখম এখনকার দিনে নিত্যকার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের মধ্যেও কি নিরাপত্তা আছে? বোধ হয় না। এতদ্ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ঘটনা তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কর্মক্লান্ত মানুষ আপন গৃহে শান্তিতে শুইয়া নৈশ নিদ্রা ভোগ করিবার সেই সুযোগটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে। তাহাদের চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে হানাদার দুর্বৃত্ত ডাকাতের দল। গ্রামে ঘরে যেমন চোর ডাকাতের ভয়ে সৃষ্টি হইয়াছে বিভীষিকা তেমনি পথেঘাটে রেলে বাসে ছিনতাইকারী দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে সৃষ্টি হইয়াছে ভীতির সাহারা। ঘরে ও বাহিরে গৃহবাসী ও পথচারী মানুষ কত অসহায় হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানকালের যন্ত্রযন্ত্রণা তথা যুগ-যন্ত্রণার কালিমা আজ প্রতিটি মানুষের অস্থিতে পঞ্জরে জমিয়া উঠিয়াছে। কালের যন্ত্রণায় এবং তদারকীতে মানুষ আজ কলের পুতুল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পুতুলের জীবনেরও শান্তি নাই, নাই নিরাপত্তা। নিত্যকার জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত কলের পুতুল এই সব মানুষের জীবনে জাগিয়া উঠিতেছে মুহুর্মুহু নাভিশ্বাস এবং জীবনের পরতে পরতে জমিয়া উঠিতেছে নৈরাশ্যের কালো অন্ধকার। তবে সুস্থ বিকারহীন জীবন কি ফিরাইয়া আনা যায় না? গৃহবাসী কিংবা পথচারী মানুষদের জীবনেও কি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও কি করা যায় না? দুষ্কৃতকারী দুঃশাসনদের দমনের যদি দৃঢ় ব্যবস্থা না করা হয় তবে তাহাদের নিরাপত্তা হননের উদগ্র অপরাধ-প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে বৈ কমিবে না।

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ট্রেনে আলাপ হ'ল আমেরিক্যান টুরিষ্ট জন্‌সনের সঙ্গে। পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে ক্যামেরা, চোখে গগ্‌লস, হাতে "টুরিষ্ট গাইড্"। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকীর্ত্তির সন্ধানে ঘুরছে। আমাকে পাকড়াও করে বল্ল—"চল মহাবল্লীপুরম্। মাদ্রাজ পরে দেখ্‌বে।"

বিদেশী বন্ধুর কথায় মাদ্রাজ এগ্‌মোর ষ্টেশনে নেমে প্রথমেই মহাবল্লীপুরমের বাস ধরলাম। দু'ঘণ্টার পথ। বঙ্গোপসাগরের ধারে সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজারা এই বন্দর গড়ে তুলেছিলেন। পল্লব রাজারা যেমন যোদ্ধা ছিলেন, তেমনই ছিলেন শিল্পপ্রেমিক। পাহাড় কেটে কেটে তাঁরা মহাবল্লীপুরমে যে অবিনশ্বর শিল্পসুষমা সৃষ্টি করেছিলেন যুগ যুগ ধরে তা পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা "অর্জুনের তপস্যার" অমর সৃষ্টি। ৯০ ফিট দীর্ঘ ৩০ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট বিরাট পাথরে খোদাই করা দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্পরাজ, সর্পসুন্দরী, হাতি, সিংহ, বাঘ, বানর, কুকুর, ইঁদুর, পাখী প্রভৃতি ১৫৩টি জীবন্ত মূর্ত্তির বিচিত্র মেলা। মধ্যে তপস্যারত অর্জুন, আর বরদানরত পাশুপত অস্ত্র হাতে শিব। মূর্ত্তিগুলি এত জীবন্ত যে পাশে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয়, সেগুলি যেন নড়াচড়া করছে।

পাহাড়ের গায়ে এবং গুহায় খোদাই করা মহিষাসুর-মর্দিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণের অপূর্ব ভাস্কর্য।

এছাড়া বরাহ মণ্ডপ, রামানুজ মণ্ডপ, ধর্মরাজ মণ্ডপ, দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন, ধর্মরাজ এবং সহদেবের রথ। দুটি রথ সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে। ত্রিমূর্ত্তি গুহা, রাজ সিংহেশ্বর মূর্ত্তি, জলশয়ন মূর্ত্তি, ক্ষত্রিয় সিংহেশ্বর মূর্ত্তি, স্থলশয়ন মন্দির, সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি, বাঘ গুহা, রণচণ্ড মণ্ডপ। পল্লব রাজাদের শেষ কীর্ত্তি সমুদ্রবেলায় "শোর টেম্পল।" সারাদিন দেখেও আমরা শেষ করতে পারলাম না।

জন্‌সন পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে এসেছে। সব কিছু খুঁটিনাটি না দেখে সে যাবে না। কাজেই তাকে একটা ভাল হোটেলে তুলে দিয়ে আমি মাদ্রাজের বাস ধরলাম।

* *

কথা ছিল, আমার সহযাত্রী বন্ধুরা মাদ্রাজে এসে মিলিত হবে। পূর্ব নির্দ্ধারিত হোটেলে পৌঁছে দেখি, রবি দাশগুপ্ত ও শ্রীনিবাসন আগেই সেখানে হাজির। শ্রীনিবাসনের ভাই মাদ্রাজ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বড়কর্ত্তা। তার সাহায্য পেয়ে মাদ্রাজ শহরে ঘোরাঘুরি করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। দুপুরটা বিশ্রাম নিয়ে বিকালে সোজা চলে গেলাম মাদ্রাজের বিখ্যাত "মেরিনা বীচ্।" ১৩ কিলোমিটার লম্বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী "মেরিনা বীচ্" পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম "বীচ্"। বীচে ঢোকার মুখে তামিলনাড়ুর প্রিয় নেতা আন্নাদুরাইয়ের সমাধি। মাদ্রাজের সমুদ্র অনেকটা পুরীর মতই, তবে সমুদ্রবেলা এখানে দিগন্তবিস্তৃত। বিরাট বেলাভূমিতে হাজার মানুষের সমাবেশ। দোকান পসার। একেবারে মেলা বসে গিয়েছে। দূরে দূরে নোঙর ফেলা জাহাজ। সমুদ্রের গর্জন, আর সমুদ্র বেলার হাজারো মানুষের কলধ্বনি মিলে এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

মাদ্রাজ কলকাতার চেয়ে পুরোনো শহর। পর্ত্তুগীজ দলপতি 'ম্যাড্রা'র নামে "ম্যাড্‌রাসের" পত্তন। তবে আজকের মাদ্রাজ গড়ে উঠেছে বৃটিশের হাতে। তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজ শহরের বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট অনেকটা কলকাতার মতই, তবে কলকাতার চেয়ে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তামিল ছাড়া, শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতদের মধ্যে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার আছে। হিন্দী ভাষা সম্পর্কে এদের প্রবল অনীহা।

মাদ্রাজে দেখার জিনিস অনেক, এদিকে আমাদের হাতে সময় কম। কাজেই বেছে বেছে কিছু জায়গা দেখা ঠিক করলাম।

১৬৩৯ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করতে এসে চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে জায়গা ইজারা নিয়ে ১৪ বছরের চেষ্টায় গড়ে তোলে 'সেণ্ট জর্জ দুর্গ'। দুর্গের ভিতর রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়েলেসলির বাসগৃহ এখনও আছে। পুরোনো সেই সেণ্ট জর্জ দুর্গে আজ রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েট এবং আইনসভা। দুর্গের যাদুঘরে পুরোনো আমলের আগ্নেয়াস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং মুদ্রার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ আছে।

দুর্গের উত্তরে হাই কোর্ট ভবন, তার পাশে লাইট হাউস। মাদ্রাজের এবং আর্ট গ্যালারী দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। বাড়ী দুটি সুন্দর, আর সংগ্রহও বিপুল। মাউণ্ট রোডে বৃটীশ গভর্ণরদের বাসস্থানে আজ 'রাজাজী হল' গড়ে উঠেছে। দেখলাম স্নেকফার্ম, রেড হিল্‌স্ লেক, স্যানটোম ক্যাথিড্রাল, পেরাম্বুর ইন্‌টিগ্রাল কোচ্ ফ্যাক্টরী।

তামিলনাড়ু বস্ত্রশিল্পের জন্য, বিশেষ করে তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। বস্ত্রশিল্পের কো-অপারেটিভ্‌গুলি এখানে খুব শক্তিশালী। মাদ্রাজে সেই সময় তাঁতের কাপড়ের বিরাট প্রদর্শনী চল্‌ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জেলার রকমারি তাঁতবস্ত্রের নমুনা দেখ্‌লাম। কিছু কেনাকাটাও করা গেল।

আমার সহযাত্রী বন্ধুরা একে একে বিদায় নিলেন। রবি দাশগুপ্ত রওনা হলেন মধ্যপ্রদেশে, শ্রীনিবাসন শান্তিনিকেতনে। রিজার্ভেশন না হওয়ায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১১ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সাগরদীঘি স্পোরটস এ্যাসোসিয়েশনের ৪টি খেলায় রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথেলেটিক ক্লাব ৩—১ গোলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ টিমকে, হরিহরপাড়া পি এস ১—০ গোলে মালদা উদয়ন ক্লাবকে ও ৩—০ গোলে গোকুরপুর ভ্রাতৃ সংঘকে এবং টাই ব্রেকারে নবদ্বীপ তরুণ সংঘ ৪—২ গোলে নৈহাটী এ সিকে পরাজিত করেছে।

১৫ অকটোবর গোকুরপুর ভ্রাতৃসংঘের ফুটবল টুরনামেনটের ফাইনাল খেলায় শক্তিনগর ইউনাইটেড ক্লাব (কৃষ্ণনগর) ৪—০ গোলে অগ্নিকৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে শীলড জয় করেছে।

দশ টন কয়লা আটক

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ অকটোবর : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ শহরের সার্বজনীনতলার ভবানী চৌধুরীর কয়লার গোলায় হানা দিয়ে ১০ টন কয়ল আটক ও একটি মামলা দায়ের করেছে। জানা গিয়েছে, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে কয়লা বিক্রীর অভিযোগে ওই কয়লা আটক করা হয়েছে।

বিনামূল্যে মিনিকিট বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৭ সেপটেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে কৃষি দপ্তর থেকে ৮৪০০০ মিনিকিট বিনামূল্যে বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী বণ্টন করা হবে জঙ্গিপুর মহকুমায় ২৫০০০ মিনিকিট। এর মধ্যে আছে ছোলা ১২৫০০, গম ৩৫০০, মটর ৬০০, রাই ১৭০০, টোরি ৫৩০০, তিসি ২০০ ও মসুর ১২০০। বিভাগীয় দপ্তর থেকে এ খবর জানা গেছে।

সম্বর্ধনা সভা

মালডোবা, ১৭ অকটোবর : সম্প্রতি মালডোবা পঙ্কজকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক অমিয়কান্তি দে ও বিজনকুমার ধরের ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক অশিক্ষক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র ও বিবিধ উপহারে এই ধরনের অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে প্রথম। বিভিন্ন সহকর্মী শিক্ষকদ্বয়ের নিষ্ঠা ও নিরলস কর্মসাধনার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক সঙ্কলন 'দিশারী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন পত্রিকা সম্পাদক অমিয়কান্তি দে।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

মিরজাপুর, ১৭ অক্টোবর—মহকুমা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে সভাপতি ও অধ্যাপক অনুপ ঘোষালকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংস্কৃতি খেলাধূলা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। নভেম্বরে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

দাবি-দাওয়া : ১২ অক্টোবর মিরজাপুর জওহর শিশুভবনের প্রায় ২০০ ছেলেমেয়ে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত শিশুসনদ ও ভারত সরকারের শিশু আইনগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় শিশু কোর্ট স্থাপন ও দত্তক গ্রহণ আইনসিদ্ধ করার দাবীতে একটি মিছিল বের করে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবি সনদও পেশ করা হয় বলে জানানো হয়।

গোহত্যা বন্ধের প্রতিবাদে

ধুলিয়ান, ১৭ অকটোবর—ঐস্লামিক সাংস্কৃতিক সংগঠন পশুবধ নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধন)-এর প্রতিবাদে ধুলিয়ান শহরে পোষ্টারিং ও গণস্বাক্ষর অভিযান আন্দোলনে নেমেছেন বলে জানানো হয়েছে।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
লেখার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কাঞ্চনতলা, গাজিনগর-মালঞ্চা, ভাসাই পাইকড়, দোগাছি-নপাড়া, প্রতাপগঞ্জ, চাচণ্ড, নিমতিতা ও বোগদাদনগর গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের এবং তিন পাকুড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধিবাসীগণের নিকট হইতে উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে (তিনপাকুড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত বাদে) একজন করিয়া "জব-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট" পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১) দরখাস্তকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

(২) দরখাস্তকারীর বয়স দরখাস্ত করার তারিখে অবশ্যই ১৮ হইতে ৩৫ এর মধ্যে হইতে হইবে। অবশ্য তপশীলি জাতি/উপজাতি এবং পার্ব্বত্য জাতির ক্ষেত্রে উক্ত বয়স সীমা ৫ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত হইবে।

(৩) দরখাস্তকারীর নাম অবশ্যই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই এবং এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের নম্বর দরখাস্তে উল্লিখিত হওয়া চাই। (যদি কেহ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রেশন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে রেজিষ্ট্রেশন করাইয়া রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দরখাস্তে উল্লেখ করিবেন।)

(৪) দরখাস্তকারী কোন্ গ্রামপঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী হতে চান তাহা দরখাস্তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন দরখাস্তকারী একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

(৫) সাদা কাগজে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ১০-১১-৭৯ তারিখের মধ্যে তাঁহার অফিসে দরখাস্ত পৌঁছাইতে হইবে।

(৬) সাইকেল চালাইতে জানা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(৭) "প্রতাপগঞ্জ" গ্রাম পঞ্চায়েতের পদটি তপশীল জাতির জন্য সংরক্ষিত।

(৮) দরখাস্তকারী যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট হইতে বাসিন্দা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া প্রমাণস্বরূপ দরখাস্তের সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

(৯) উক্ত পদের বেতনক্রম ১৬০—৩—২১৪—৪—২৫০ ও তৎসহ ভাতা ও বর্ধিত ভাতা যাহা গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(১০) উক্ত পদের কাজের ধরন :— প্রকল্পের মাটির কাজের হিসাব রক্ষা করা ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি।

(১১) প্রার্থীগণকে লিখিত পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে এবং লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে।

উপরোক্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার স্থান, সময় এবং তারিখ পরে প্রার্থীগণকে জানানো হইবে।

(১২) আগামী ১৮-১০-৭৯ তারিখ হইতে ১০-১১-৭৯ তাং পর্য্যন্ত প্রত্যহ কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টা হইতে দুপুর ২টা পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে।

স্বাঃ সি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়
তাং ১৬।১০।৭৯
বি-ডি-ও
সামসেরগঞ্জ ব্লক
পোঃ ধুলিয়ান
(মুর্শিদাবাদ)

শ্বশুর গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাসতুতো ভাই পুলিশকে জানান, ভাগীরথীতে তাঁর বোনের মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। পুলিশ হাসনাহারার চোখ ও জিভ বের হওয়া মৃতদেহ আটক করে মরগে পাঠায়। মৃতদেহের গলার বাঁদিকে এবং হাতে কাটা দাগ দেখা যায়। পুলিশী তদন্তে প্রকাশ পায়, ঘটনাটি একটি হত্যাকাণ্ড। কানের দুলের জন্য মনোমালিন্য হওয়ায় হাসনাহারার স্বামী চড়কা গ্রামের আজিজুর রহমান অন্তঃসত্ত্বা হাসনাহারাকে গলা টিপে হত্যা করে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিয়ে ফেরার হয়। পুলিশ হাসনাহারার শ্বশুর এজাহার সেখকে গ্রেপ্তার করেছে।

তালপাতার শ্লেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে ১২৫টি গ্রামকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার কাজ শুরু করেছেন—এই দাসপাড়া গ্রামটিও তার অন্যতম। সমিতির আর্থিক সংকটের জন্য স্বাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে শ্লেট পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই পড়ুয়ারা এই অসুবিধার মোকাবিলা করছেন স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায়। —বর্ণপরিচয়

দারোগা অভিযুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, লুৎফন বিবির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এস ডি ও এবং এস ডি পি ও তদন্তও করেছেন।

অশেষ দুর্গতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়নের পোষ্টার চোখে পড়ে। কিন্তু সেই দাবি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কানে পৌঁছায় কি—এ প্রশ্নও নাগরিকদের।

প্রকৃত চাষী বঞ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিষাণসভার পাটচাষীরা দাম পাননি। ইন্দিরা কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সমর্থকরাও বঞ্চিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি। চাষীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন প্রেস মালিকের নিকট হইতে সীলমোহর অংকিত খামে শিশু-পুষ্টি প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকার ফর্ম ছাপানোর দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার ফর্ম এর নমুনা ও দরপত্রের বিশদ বিবরণ ও সর্তাবলী জেলা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) মহাশয়ের কাছে ২৫-১০-৭৯ তারিখ বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। দরপত্র ৩১-১০-৭৯ তারিখে বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে এবং সেই দিনই উক্ত দরপত্র খোলা হইবে। দরপত্র গৃহীত হইলে সমস্ত কাজের শতকরা ২১ টাকা হিসাবে মোট মূল্যের ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট সিকিউরিটি স্বরূপ জমা দিতে হইবে।

স্বাঃ সরোজকুমার ঘোষ
জেলা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (প্রাঃ বিভাগ)
মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি নং ৩৪৭ তাং ১৬-১০-৭৯

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও বেশী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শারদীয়া আকর্ষণ

অল্পদিনের জন্য

গোদরেজের ফ্রিজের উপর
বিনামূল্যে
ভি আই পি/অ্যারিস্টোক্র্যাট
সুটকেশ
৩০০৲ থেকে ৩৫০৲ অথবা নগদ দাম ২৫১৲

Special offer
For
Limited Period
Only

বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে
দোকানে যোগাযোগ করুন

বিঃ দ্রঃ পত্রিকার প্রচারের কাটিং সঙ্গে আনলে ১০ টাকা আরও লাভ

অনুমোদিত বিক্রেতা

ভকত ভাই প্রাঃ লিমিটেড বোলপুর, বীরভূম ফোন নং ২৪১

'দক্ষিণের হাতছানি' প্রবন্ধের বাকী অংশটুকু স্থানাভাবে প্রকাশিত হ'ল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রকাশক—জঙ্গিপুর সংবাদ